## গ্রামবাসীদের সংস্কারমুক্ত করতে আসরে বন দপ্তর

# সাপপুজো দিতে সকুল্লাপুরে উন্মাদনা

তনয় মিশ্র

**মোথাবাড়ি, ১৩ জানুয়ারি :** গ্রামে প্রতিদিনই নিয়ম করে আসছে একটি সাপ। আর সেই সাপকেই মা মনসা রূপে পুজো করার ধুম পড়ে গিয়েছে গোটা গ্রামে। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকেও প্রতিদিন জড়ো হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। দুধ, জল, আলতা, সিঁদুর দিয়ে ঘটা করে চলছে পুজো। দক্ষিণাও নেহাত মন্দ উঠছে না। সাপটিকে ঘিরে ব্যবসা করারও অভিযোগ তুলেছেন কেউ কেউ। খবর পেয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছাড়ার তোড়জোড় শুরু করেছে বন দপ্তর। ঘটনাটি কালিয়াচক-২ ব্লকের বাঙ্গীটোলার সুকুল্লাপুর গ্রামের।

সাপটিকে ঘিরে গ্রামে বেড়েই চলেছে ধর্মীয় উন্মাদনা। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের জনসমাগম ঘটছে। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে নতুন মা মনসার মন্দির তৈরির। স্থানীয় সকুল্লাপুর মা মনসা মন্দির কমিটির সদস্যরা জায়গাটি বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন। দূরদূরান্ত থেকে প্রতিদিন সাপটিকে দেখতে আসছেন ভক্তরা। আলতা, সিঁদুর, টাকা ও দুধ দিচ্ছেন মা মনসাকে। স্থানীয় মনসা মন্দির কমিটি সদস্যরাই সমস্ত কিছু দেখভাল করছেন। কমিটির সদস্য সুদর্শন চৌধুরী জানালেন, পুজোকে কেন্দ্র করে যে টাকা উঠছে, তা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। প্রতিদিনের টাকা জমা হচ্ছে মা মনসা মন্দির কমিটিতে। সেই টাকা দিয়ে আমরা আগামীদিনে মনসাপুজো করার পাশাপাশি মন্দির তৈরি করব।

> সকুল্লাপুর গ্রামে আমাদের বন দপ্তরের কর্মীরা আছেন। যেহেতু সাপটিকে ঘিরে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমরা চাইছি গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা শুরু করতে।
>
> – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, *রেঞ্জ অফিসার, বন দপ্তর*

বন দপ্তরের কালিয়াচক জোনের রেঞ্জ অফিসার ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল জানালেন, 'ওই গ্রামে আমাদের বন দপ্তরের কর্মীরা আছেন। যেহেতু সাপটিকে ঘিরে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমরাও চাইছি গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার।'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা মনসা মন্দিরের পূজারি বিনয় কর্মকার জানালেন, 'গত এক সপ্তাহ থেকে এই সাপটি আমাদের গ্রামের সকুল্লাপুর স্ট্যান্ডের পাশে একটি জায়গাতে আসতে দেখছি। প্রতিদিন সকাল এগারোটার দিকে আসে এবং দুপুরের দিকে চলে যায়। সাপটিকে সাক্ষাৎ মা মনসা রূপে পুজো করছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের ভিতরে যে মনসা মন্দির আছে, সেখান থেকেই সাপটি এসেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পুজো দেওয়ার জন্য ভিড় জমাচ্ছেন এখানে।'

এদিকে করোনা আবহে ওই সাপকে কেন্দ্র করে বাড়ছে ভিড়। সাধারণ মানুষের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কাও বাড়ছে। স্থানীয় মানুষজন সাপটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিতে নারাজ। জেলার বিশিষ্ট সাপ বিশেষজ্ঞ নিতাই হালদার জানালেন, 'আমি সাপটিকে দেখেছি। সাপটি সম্ভবত দোহোসলা কিংবা গহমা প্রজাতির। সাপটি বয়স্ক ও অসুস্থ। তাই খুব শীঘ্রই সাপটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিতে না পারলে চিকিৎসার অভাবে সাপটি মারা যেতে পারে।'

বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক সুনীল দাস জানান, 'সাপটি অসুস্থ ও বয়স্ক। আমরা সাপ বিশেষজ্ঞ ও বন দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের বোঝাব। সাপটিকে উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেব। আসলে করোনা আবহে মানুষের হাতে কাজ ও টাকা না থাকায় সাপকে ঘিরে পয়সা রোজগারের ধান্দা করেছে কিছু মানুষ।'

*অকাল ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। বৃহস্পতিবার তোলা সংবাদচিত্র।*

## সুতিতে শিলাবৃষ্টি, বিপাকে চাষিরা

# শীতের রাতে ঝড়ে উড়ে গেল বহু বাড়ির চাল

অর্ণব চক্রবর্তী

**ফরাক্কা, ১৩ জানুয়ারি :** আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিল। সেইমতো বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার একাংশে আছড়ে পড়ল ঝড়-বৃষ্টি। সেইসঙ্গে ছিল শিলাবৃষ্টিও। সুতি ২ ব্লকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের ঝড়ে বহু বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। ভেঙে পড়েছে কাঁচাবাড়ি সহ প্রচুর গাছপালা। সেইসঙ্গে শিলাবৃষ্টির জেরে ক্ষতি হয়েছে জমির ফসলের। বিপাকে পড়েছেন আলু ও পেঁয়াজ চাষিরা। হঠাৎ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছে ব্লক কৃষি দপ্তরও।

ফরাক্কা ব্লকেও প্রায় কয়েক ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হয়েছে। ফলে শীতের রাতে তাপমাত্রাও একধাক্কায় অনেকটা নেমে যায়। তবে শীতের মরশুমে এই বৃষ্টি ফরাক্কায় কৃষকদের উপকার করেছে বলেই দাবি ব্লক কৃষি আধিকারিকের।

বুধবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল। তবে ঠান্ডার প্রকোপ খুব একটা ছিল না। সন্ধ্যা নামতেই কালো মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। রাত আটটা নাগাদ সুতি ২ ব্লকের মহিশাই পঞ্চায়েতের লুকাইপুর গ্রামে হঠাৎ করেই শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। শিলাবৃষ্টির জেরে ক্ষতি হয় প্রচুর জমির। কিছুক্ষণ পরে দমকা হাওয়া শুরু হয়ে যায়। শীতের রাতে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিতে অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যায় ১২টি ঘরের চাল। সেইসঙ্গে ভেঙে পড়ে প্রচুর কাঁচাবাড়ি ও গাছপালা। প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই ঘরের মধ্যে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দা হোসেন মিয়াঁ বলেন, 'যেভাবে শিলাবৃষ্টি এবং ঝড় এসেছিল, তাতে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে বেশ কয়েকটি বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। কয়েকটি কাঁচাবাড়ি ভেঙেও পড়েছে। অনেক বাড়ির ওপর গাছ ভেঙে পড়েছে। ভয়ে আমি খাটের তলায় লুকিয়েছিলাম।'

অন্য এক বাসিন্দা শিলিক মণ্ডল বলেন, 'রাত আটটার দিকে মাঠে ছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় এল। তার সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে ঝড়ে। সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে মাঠে লাগানো আলু ও পেঁয়াজের।'

সুতির এক বাসিন্দা বলেন, 'বৌয়ের সোনা বন্ধক দিয়ে মোটামুটি ভালো ফসল তৈরি করেছিলাম। আর কয়দিন বাদেই ফসল ঘরে তুলতাম। আচমকা ঝড়-বৃষ্টি এসে প্রচুর ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। কীভাবে এই ক্ষতি সামাল দেব তা বুঝে উঠতে পারছি না। এই সময় সরকার যদি পাশে না দাঁড়ায়, তবে আমাদের বেঁচে থাকা দুস্কর হয়ে পড়বে।'

মহেশাইল ১ এবং ২ নম্বর এলাকায় টমেটো, বেগুন, আলু, কপি সমেত বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি লাগিয়েছিলেন। মহেশাইলে ভালো পেঁয়াজের চাষ হয়। শিলাবৃষ্টির পাশাপাশি প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ঝড়ের দাপটে ৯০ শতাংশ পেঁয়াজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রায় নয়শো হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ লাগানো ছিল এবং সর্ষে চাষ করা হয়েছিল প্রায় ১১০০ হেক্টর জমিতে। এই চাষের সঙ্গে জড়িত ব্লকের প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো কৃষক।

এছাড়া সুতি ২ ব্লকের উপকৃষি অধিকর্তা পবন মজুমদার বলেন, 'প্রাথমিক মূল্যায়নপর্ব চলছে। যাঁদের ফসলের বিমা করা রয়েছে, কোম্পানির লোকজন এসে সেগুলি খতিয়ে দেখবেন। আমি নিজে এলাকায় ঘুরে বুঝেছি, পেঁয়াজ চাষের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।'

পাশাপাশি বুধবার রাতে ফরাক্কা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তেও ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। কিছুক্ষণ পর ঝড় থেমে গেলেও বৃষ্টি হয়েছে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত। তবে শীতের এই ঝড়-বৃষ্টি সুতিতে ক্ষতি করলেও ফরাক্কায় কৃষিক্ষেত্রে উপকার হবে বলেই মনে করছে কৃষি দপ্তর।

ফরাক্কা ব্লকের উপকৃষি অধিকর্তা মাসিদুল রাকিব বলেন, 'ফরাক্কাতে বৃষ্টি হওয়ায় ফসলের লাভই হয়েছে। কারণ খেসারি, মশুর, সর্ষে ফসল যেসব জায়গায় লাগানো হয়েছিল সেখানকার মাটি শুকনো থাকলেও বৃষ্টিতে উপকার হবে।'

*ক্রেনের সাহায্যে তুলে আনা হচ্ছে ডাম্পার। বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।*

## নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল ডাম্পার

**গাজোল, ১৩ জানুয়ারি :** বৃহস্পতিবার ভোরে দুর্ঘটনায় কেঁপে উঠল গাজোলের ঘাকসোল এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। জানা গিয়েছে, মালদা থেকে রায়গঞ্জের দিকে যাওয়ার মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই ওই ডাম্পারটি। ঘাকশোলের কাছে ডিভাইডার ভেঙে গাড়িটি রাস্তার ধারে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার জেরে গাড়ির সামনের অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গাজোল থানার পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্মীরা। চালক ও খালাসিকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে। অন্য আহতদের নাম,ঠিকানা জানা যায়নি।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্মীদের অনুমান, ভোর তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সম্ভবত সেই সময় চালক ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। তার জেরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে পড়ে যায় গাড়িটি। তিনটি ক্রেন ও গ্যাস কাটার দিয়ে আহতদের উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ডাম্পারগুলি সবসময়ই বেপরোয়াভাবে চলে। ট্রাফিক আইনের ধার ধারে না। অনেক সময় আবার দেখা যায় চালকের বদলে খালাসি গাড়ি চালাচ্ছেন। এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত পুলিশের।

## নতুন সভাপতি

**বালুরঘাট, ১৩ জানুয়ারি :** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নতুন সভাপতি হলেন মনসুর আলি। তিনি গঙ্গারামপুরের নারইয়ের বাসিন্দা। পেশায় চিকিৎসক মনসুর আলিকে এদিন নিয়োগপত্র দিয়েছে রাজ্য কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেল।

# কার্ড চুরি করে যুবতীর টাকা গায়েব

**চাকুলিয়া, ১৩ জানুয়ারি :** টিউশন পড়িয়ে কষ্ট করে ব্যাংকে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন এক যুবতী। ছিল একটি এটিএম কার্ডও। পাসওয়ার্ড লিখে রেখেছিলেন একটি সাদা কাগজে। বিপদ নেমে এল সেখানেই। সুযোগ পেয়ে ওই যুবতীর বাড়ি থেকে এটিএম কার্ড চুরি করে তিরিশ হাজার টাকা গায়েব করলেন প্রতিবেশী এক যুবক। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাকুলিয়া থানার হরিপুর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চাকুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই যুবতীর পরিবার। অভিযুক্তের নাম বিশ্বজিৎ দাস ওরফে হারানু (২০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূজা দাস নামের ওই যুবতী ইসলামপুর কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। কিন্তু চাকরি পাননি। তাই তিনি গ্রামের ছেলেমেয়েদেরকে টিউশন পড়ানোর কাজ শুরু করেন। ছেলেবেলায় বাবা নগেন্দ্রনাথ দাস মারা যান। মা পূর্ণিমা দাসের সঙ্গে বর্তমানে থাকেন পূজা। মা ও মেয়ে ছাড়া তাঁদের পরিবারে সংসারের হাল ধরার মতো কেউ নেই। মেয়ের টিউশনের টাকার ওপরেই পরিবারের সব কিছু নির্ভর করে। মঙ্গলবার এক আত্মীয় পথ দুর্ঘটনায় জখম হলে পূজাদেবীর মা পূর্ণিমা দাস সেখানে চলে গিয়েছিলেন। ওই দিন রাতে তাঁর মা বাড়িতে ফিরে আসেননি। বাড়িতে একা থাকতে না পেরে পূজা কাকার বাড়িতে চলে যান। বাড়ি ফাঁকা অবস্থায় ছিল। অভিযোগ, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পূজাদেবীর এটিএম কার্ড চুরি করে বিশ্বজিৎ দাস ওরফে হারানু।

পূজাদেবীর অভিযোগ, 'এটিএম কার্ডের পাসওয়ার্ড নম্বর যাতে ভুলে না যাই সেজন্য একটি সাদা কাগজে লিখে রেখেছিলাম। এটিএম কার্ডের সঙ্গে কাগজটি মোড়ানো ছিল। সেই কাগজ সহ এটিএম কার্ড চুরি করে অভিযুক্ত। বুধবার অভিযুক্ত যুবক এটিএমের মাধ্যমে আমার তিরিশ হাজার টাকা গায়েব করে। পরে মোবাইলে ম্যাসেজ আসলে প্রথমে আমি ধন্দে পড়ে যাই। এটিএম ছাড়া কীভাবে এটা সম্ভব! তারপর খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানতে পারি, পাসওয়ার্ড লেখা কাগজ সহ এটিএম কার্ডটি বাড়িতে নেই। এরপর ছুটে যাই এটিএম কাউন্টারে। সেখানে সিসি ক্যামেরায় অভিযুক্তের ছবি ও এক লটারি বিক্রেতাকে একসঙ্গে টাকা তুলতে দেখা যায়।'

পূজা দাসের কাকা গাদেশ্বর দাস জানান, 'পরে লটারি বিক্রেতা ধোলা সিংহকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, অভিযুক্ত হারানু এটিএম থেকে টাকা তুলতে পারছিল না। সে বলেছিল এটা আমার এটিএম কার্ড। টাকা তোলার জন্য আমার সাহায্য চেয়েছিল। তাই সরল মনে ওকে সাহায্য করেছি। এর বাইরে আমার কিছু জানা নেই। সমস্ত ঘটনা চাকুলিয়া থানার পুলিশকে লিখিত আকারে জানিয়েছি।'

চাকুলিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পেয়েছি। সব কিছু খতিয়ে দেখে অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে।

# পথচলতি মানুষকে সর্তক করতে রাস্তায় শিক্ষকরা

**তপন, ১৩ জানুয়ারি :** এবার করোনা সম্পর্কে পথচলতি মানুষকে সর্তক করতে রাস্তায় নামলেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা। জেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রামিতের গ্রাফ। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ উর্ধ্বমুখী হতেই সতর্কতামূলক প্রচারে নেমেছে পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তারা। বসে নেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও। কিন্তু একাংশ মানুষের মধ্যে মাস্ক না পরার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। শহর কিংবা গ্রামাঞ্চল, সর্বত্র একই ছবি চোখে পড়ছে। পুলিশ ধরপাকড় শুরু করলেও হুঁশ ফিরছে না তাঁদের। এবার পথচলতি মানুষকে সচেতনতামূলক বার্তা দিতে প্রচারে নামলেন তপন ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার হাসনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। পথে নেমে তাঁরা শহরের পাশাপাশি গ্রামের মানুষকে সচেতনতামূলক বার্তা দেন। এছড়াও পথচলতি মাস্কহীন মানুষকে মাস্ক পরিয়ে দেওয়া দেন তাঁরা।

হাসনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীরণ চৌধুরী জানান, 'জেলায় করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ যাতে সচেতন থাকেন, সুস্থ থাকেন সেই বিষয়ে সচেতনতা প্রচার চালানোর পাশাপাশি পথচলতি মানুষকে মাস্ক পরানো হয়েছে। এই কর্মসূচি আগামী কয়েকদিন ধরে চলবে।'

# গঙ্গাসাগরের মেলা মাতাল দিনাজপুরের মুখা নাচ

সৌরভ রায়

**কুশমণ্ডি, ১৩ জানুয়ারি :** দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখা নাচ এবার নজর কাড়ল সাগরপাড়েও। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও গঙ্গাসাগর মেলা কমিটির উদ্যোগে সাড়া দিয়ে কুশমণ্ডি থেকে ৫৭০ কিমি দূরে গঙ্গাসাগর ঘাটে পৌঁছে যান লোকশিল্পীরা। কুশমণ্ডির মুখাশিল্পীদের নাচে মাতলেন হাজার হাজার পুণ্যার্থীও। ভক্তদের কাছে জেলার মুখাশিল্পকে পৌঁছে দিতে পেরে খুশি মাধব, বাবুলালরা।

করোনা আবহে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে টানাপোড়েন ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতের রায়ে শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। সকাল থেকেই পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে দেশের নানা প্রান্ত থেকে সাগরপাড়ে পৌঁছে যান পুণ্যার্থীরা। ট্রেন, স্টিমার, বাস সর্বত্রই ভিড় উপচে পড়ে পুণ্যার্থীদের সমাগমে। এদিকে সংক্রমণ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বহু সচেতন পুণ্যার্থী মেলায় যাবেন না বলে ঠিক করেছেন। বিশেষ করে রাজ্যের প্রতিটি জেলার বহু পুণ্যার্থী এবার বাড়িতেই সারবেন পুণ্যস্নান। গঙ্গাসাগরে যাঁদের যাওয়া হল না, তাঁদের উদ্দেশ্যে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও গঙ্গাসাগর মেলা উৎসব কমিটি। গঙ্গাসাগরের জল প্রতিটি জেলাতেই পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন উদ্যোক্তারা। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল কপিলমুনি আশ্রমের ঘাট থেকে নৌকায় করে সাগরের জল ঘটে ভরার উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের প্রতিটি জেলার লোকশিল্পীরা। মঙ্গলবার সাগরপাড়ে উদ্যোক্তারা আয়োজন করেছিলেন একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক ডঃ পি উলগ্গনাথন, আয়োজক সংস্থার ডিরেক্টর দীপঙ্কর দত্ত প্রমুখ।

এবিষয়ে মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, 'করোনা ও বিধিনিষেধে প্রতিটি জেলার বহু পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসতে পারছেন না। সাগরে আসা না হলেও তাঁরা যাতে সাগরের পূণ্য জল পেতে পারেন, সেজন্য সাগরের জল প্রতিটি জেলার বিশেষ ধর্মীয় স্থানগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

সাগরের জল ঘটে ভরার অনুষ্ঠানে প্রতিটি জেলার লোকশিল্পীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিখ্যাত মুখা নাচের শিল্পীরাও। মহিষবাথান গ্রামের মুখোশশিল্পী মাধব সরকার জানিয়েছেন, 'জেলার বাইরে বহুবার অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি। কিন্তু গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে মুখোশ নাচ করব এমনটা কোনওদিন ভাবিনি। পুণ্যস্থলে জেলার মুখা নাচ তুলে ধরতে পেরে ভালো লাগছে।'

কুশমণ্ডি থেকে সড়কপথ ও জলপথ পার করে প্রায় ৫৭০ কিমি দূরে কচুবেড়িয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছে অবাক হয়ে গেছিলেন আরেক মুখোশশিল্পী গজেন সরকার। উদ্বোধনের দিন দুপুরে মুখোশ নাচ পরিবেশন করে খুশি তিনি।

হোগলা পাতার তাঁবুর নীচে খানিক বিশ্রাম নেবার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সানাই বাজিয়ে বাবুলাল বৈশ্য জানান, 'এত সাধু আগে কোনওদিন দেখেননি। যতদূর চোখ যায়, ঝকঝকে রাস্তার দুপাশে লম্বা বাঁশের ব্যারিকেড ঘিরে পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লোকজন, জলপথ পরিবহণ দপ্তর সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আধিকারিকদের প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কড়া নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সকলের মাঝে জেলার মুখাশিল্পকে তুলে ধরতে পেরে আমরা আনন্দিত।'

গঙ্গাসাগর মেলা কমিটির উদ্যোগে সাড়া দিয়ে কুশমণ্ডি থেকে ৫৭০ কিমি দূরে গঙ্গাসাগর ঘাটে পৌঁছে যান মুখা গানের লোকশিল্পীরা। মুখাশিল্পীদের নাচে মাতলেন গঙ্গাসাগর মেলার হাজার হাজার পুণ্যার্থী।

> এত সাধু আগে কোনওদিন দেখিনি। যতদূর চোখ যায়, ঝকঝকে রাস্তার দু'পাশে লম্বা বাঁশের ব্যারিকেড ঘিরে পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লোকজন। সকলের মাঝে জেলার মুখাশিল্পকে তুলে ধরতে পেরে আমরা আনন্দিত।
>
> –বাবুলাল বৈশ্য

> জেলার বাইরে বহুবার অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি। কিন্তু গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে মুখোশ নাচ করব এমনটা কোনওদিন ভাবিনি। পুণ্যস্থলে জেলার মুখা নাচ তুলে ধরতে পেরে ভালো লাগছে।
>
> – মাধব সরকার
> মুখাশিল্পী